৭৮৬/৯২

মাসলাকে আলা হযরত—ই মাসলাকে সাওয়াদে আ'জম

مسلک اعلیٰ حضرت - مسلک سواد اعظم ہے

YaNabi.in

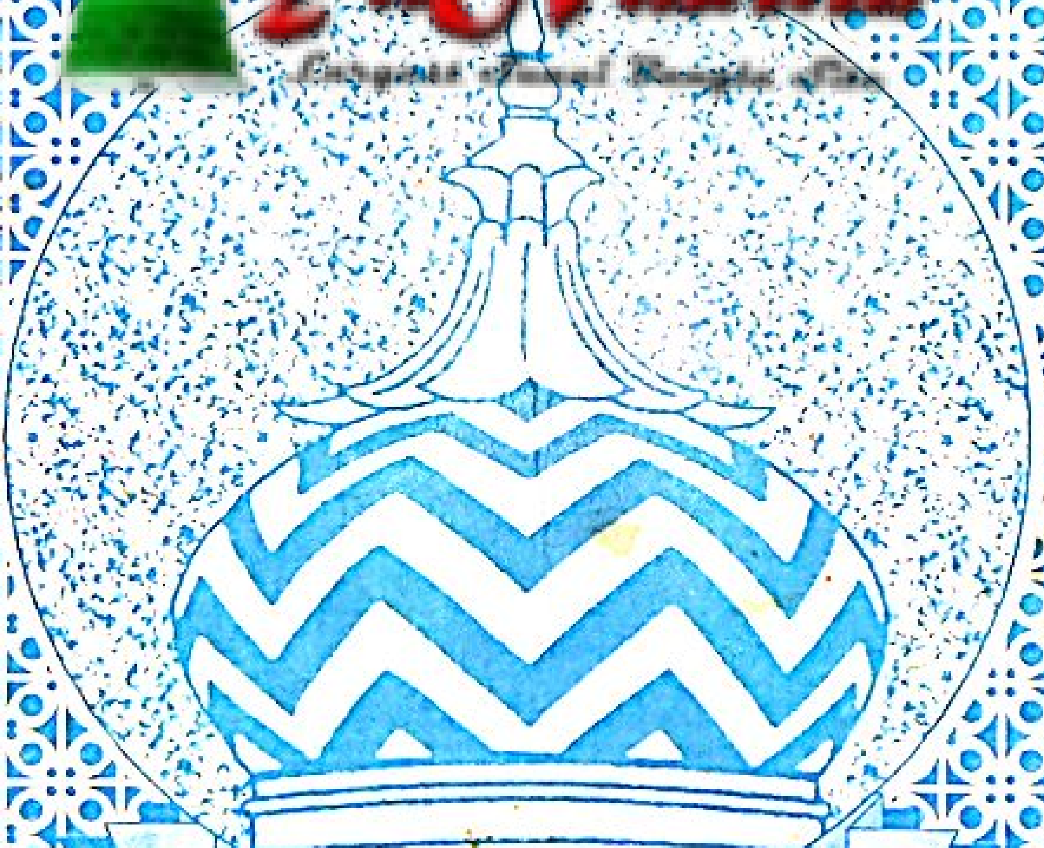

মুফতী মোহাম্মদ
জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী রেজবী

মাসলাকে আলা হযরত—ই
মাসলাকে সাওয়াদে আ'জম

মূল লেখক-খাতিবে আযম পীরে তরিকত হযরত আল্লামা
তাওসীফ রেজা খাঁন, বেরেলী শরীফ, উত্তর প্রদেশ

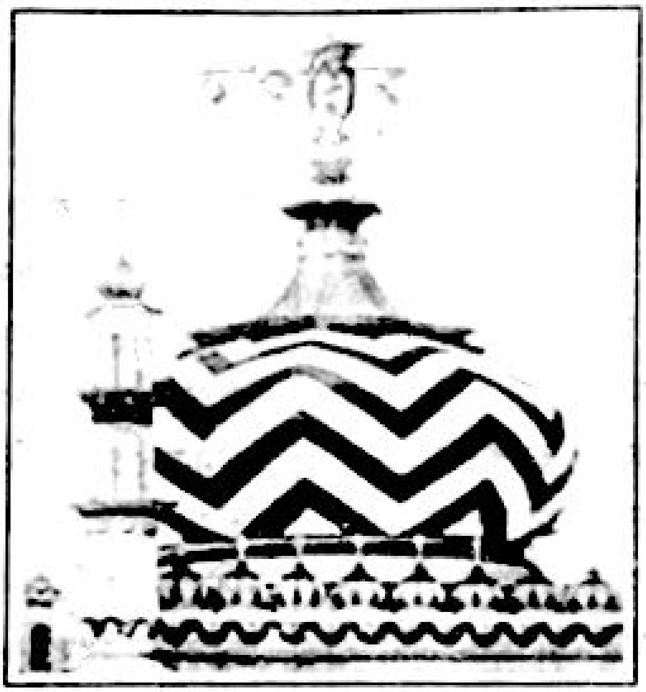

বাংলা অনুবাদ- মুফতী মোহাম্মদ
জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী রেজবী
ফোন নং-৯৫৬৪৫০০৭৩০

—ঃ প্রকাশক ঃ—
আঞ্জুমানে রেজায়ে মোস্তফা
মাদ্রাসায়ে ফুরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া
নশীপুর বালাগাছি : রানীতলা : মুর্শিদাবাদ
প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০১২

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

—ঃ উৎসর্গ ঃ—

গওসে আযম হযরত শায়েখ আব্দুল কাদির জিলানী, খাজা গরীবে নওয়াজ শায়েখ ময়িনুদ্দিন চিস্তি আজমিরী, ইমামে রব্বানী শায়েখ আহমদ শারহান্দী, আলে রাসুল মারাহরবি ও মুফতী আযমে হিন্দ শায়েখ মুস্তফা রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।

সুচীপত্র

ভূমিকা	১
অভিমত	২
একনজরে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা	৩
মাসলাকে আলা হযরতই মাসলাকে সাওয়াদে আযম এটা নতুন মাসলাক নয়	৪
ইমাম আহমদ রেজার মুজাদ্দেদী কর্ম	৭
ইমামে আহমদ রেজার আক্বিদা ও মাসলাক	১১
মাযলাকে আলা হযরত সম্পর্কে কিছু কথা	১২
মাসলাকে আলা হযরতের সাক্ষ্য প্রমাণ—	১৩
এক নজরে মূল লেখকের পরিচিতি	১৪
অনুবাদকের কথা	১৫
আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের পরিচয়	১৭
আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের আকিদাবলী	১৯
শেষ নবী	১৯
নবীপাক হাজির নাযির	২০
গায়েবের সংবাদদাতা নবী	২১
পঞ্চ জ্ঞান, হায়াতুন্নাবী	২২
ইয়া রাসুল্লাল্লাহ নারা দেওয়া	২২
নবীপাকের নিকট চাওয়া	২৩
অসিলা, ছায়াহীন নবী,	২৪
শাফায়াত	২৪
নবীপাকের নবুয়ত	২৫
ইসালে সওয়াব	২৫
চোখে চুমা দেওয়া	২৬
মিলাদ শরীফ, ক্বিয়াম করা উম্মী নবী	২৭

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

।। ভূমিকা ।।

মাসলাকে আলা হযরত---ই

মাসলাকে সাওয়াদে আ'জম

(মাসলাকে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত)

নাবীরায়ে আলা হযরত মাওলানা মহম্মদ তাওসীফ রেজা

খাঁ মাদ্দাজিল্লাহুল আলি

ফক্বির কাদেরী কোন লেখক নয়-কিন্তু যখন মাসলাকে আলা হযরত বলার জন্য বিরোধিতা আরম্ভ হয় এবং সৌদি আরবের সংবাদ পত্রে এ বিষয় সম্পর্কে লিখার জন্য অনুরোধ করা হয় তখন কলম ধরতে বাধ্য হলাম। ফক্বির কাদেরী যা কিছু লিখেছে উদ্ধৃতি সহকারে সত্যের প্রকাশ করেছে।

বদ–মাজহাবীগন আমার বুজর্গ দাদা আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজাকে ঈর্ষায় আক্রমন করে। মিথ্যা সব সময় সত্যকে ঢাকার চেষ্টা করে কিন্তু মিথ্যা নিজেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। দুঃখের বিষয় যাদের কে আমাদের মনে করি তারাই আলা হযরত এবং মাস–লাকে আলা হযরত এর বিরোধিতা করছে ইহা আশ্চর্যের বিষয়। বিরোধীগন অবশ্যই আলা হযরত এর হিংসা বিদ্বেষে এবং নিজেদের দুর্বল আকিদার জন্য মাসলাকে আলা হযরত সম্পর্কে আপত্তি করে।

ফক্বির দোওয়া করে যে,মাওলায়ে ক্বাদীর বিরোধীতা কারী ও আপত্তীকারী দের হিংসা বিদ্বেষের আগুনকে শীতল করে তাদের আক্বিদাকে সঠিক করে দেন। আমিন বেজাহে সাইয়্যেদিল মুরসালিন আলায় হিসস্বালাতু ওয়াত তাসলীমু।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

।। অভিমত ।।

(ডঃ আব্দুল নাঈম আজিজী বেরেলী শরীফ)

আমাদের জামায়াতের বুদ্ধিজীবী গন মাসলাকে আহলে সুন্নাতকে মাসলাকে আলা হযরত বলা এবং মান্য করার উপর যে আপত্তি উথাপন করে ছিলেন এবং তার বিরোধীতা করেছিলেন যার উপযুক্ত উত্তর দিয়ে আমাদের উলামায়ে কেরামগণ সেই আপত্তি কারী ও বিরোধীতা কারীদের মুখবন্ধ করে দিয়েছেন।

মাসলাকে আলা হযরতের নামে উর্দ্দু,হিন্দী ও ইংরেজী ইত্যাদি ভাষাতে লেখকের লেখা অনেক প্রকাশিত হয়েছে।

কিছু দিন পূর্বে সৌদি আরবে আরবী ও ইংরেজীতে সংবাদ পত্রের জন্য নাবীরায়ে আলা হযরত আল্লামা মহম্মদ তাওসীফ রেজা সাহেব কেবলার নিকটে কিছু মুখলেসিন গন মাসলাকে আলা হযরত সম্পর্কে বিশেষ কিছু লেখার জন্য অনুরোধ করেন যেন সৌদি নাজদীদের নিকট এ প্রকৃত বিষয় প্রকাশিত হয়ে যায় যে,মাসলাকে আলা হযরত নতুন কোন দল বা মাসলাক নয় বরং ইহা মাসলাকে হক্ক,মাসলাকে আহলে সুন্নাত অর্থাৎ মাসলাকে সাওয়াদে আজম। এ অনুরোধের জন্যই হযরত কিবলা মাওলানা মহঃ তাওসীফ রেজা খাঁ সাহেব এ বিষয়ে লিখে আরবী ও ইংরেজীতে অণুবাদ করে সৌদি আরবে পাঠিয়েছেন।

হযরত মাওলানা মহম্মদ তাওসীফ রেজা খাঁ সাহেব নাবীরায়ে আলা হযরত ও আহলে সুন্নত ওয়া জামাতের এক জন দায়িত্ববান আলেমে দ্বীন হওয়ার কারণে উক্ত বিষয়ে লেখা ও মাসলাকে আলা হযরতের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যে ইহা প্রকাশ করা যে মাসলাকে আলা হযরতই মাসলাকে সাওয়াদে আজম, আহলে সুন্নত ওয়া জামায়াত। হযরত কিবলা অনেক দলিল সহকারে সঠিক ভাবে এ বিষয় লিপিবদ্ধ করে পুস্তক আকারে আহলে সুন্নত এর মুসলমানদের উপকারের জন্য এবং মাসলাকে আলা হযরতের প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে অবগত করার জন্য প্রকাশ করেছেন।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

এক নজরে
আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা

জন্ম ঃ- ১০ই শওয়াল ১২৭২ হিজরী, ১৪ই জুন ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে।

স্থান ঃ—বেরেলী শরীফ ইউ.পি.

তিনি চার বৎসর বয়সে কোরআন শরীফ দেখে পড়া সমাপ্ত করেছেন। ছয় বৎসর বয়সে প্রথম বক্তৃতা করেছেন। আট বৎসর বয়সে "হিদায়াতুন নূহ" নামক গ্রন্থের শারাহ (ব্যাখ্যা গ্রন্থ) লিখে মানুষকে আশ্চর্য করে দিয়েছেন। ১০ বৎসর বয়সে"মুসল্লিমুস সুবুত"নামক আরবী গ্রন্থের আরবী ভাষাতে টিকা লিখেছেন। ১৩ বৎসর ১০ মাস ৫ দিন বয়সে নকলি ও আসলি সমস্ত প্রচলিত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন সমাপ্ত করেন এবং অল্প বয়সে ফাতাওয়া লিখা আরম্ভ করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজ পিতা মাওলানা নাকী আলি খাঁ আলায়হির রহমার সঙ্গে মারেহারা শরীফে হযরত মাওলানা সৈয়দ আলে রসুল আহমদী কুদ্দিসা সির্রাহুর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আলা হযরত কে এজাজত ও খিলাফৎ প্রদান করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নিজ পিতার সঙ্গে প্রথম হজ্ব ও জিয়ারত পালন করেন এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার হজ্ব ও জিয়ারত করেন। এই হজ্জ ও জিয়ারতের সময়েই তিনি মওলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী,মওলবী আশরাফ আলি থানবী,মওলবী খলিল আহমদ আম্বেঠী,মওলবী কাসেম নানুতুবী ও মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দের কুফরী বাক্যের উপর মক্কা ও মদিনা শরীফের ওলামা ও মাশায়েখ গণের দ্বারা কুফর ও মুরতাদের ফাতাওয়া নিয়ে "হুসামুল হারামাইন"নামক কিতাব প্রকাশ করেন। এই সময়েই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েব সম্পর্কে আরবী ভাষাতে মাত্র আট ঘন্টা সময়ে"আদ দাওলাতুল মাক্কীয়াহ"নামক কিতাব লিখেন এবং কাগজের নোট প্রচলন জায়েজ সম্পর্কে আরবী ভাষাতে "আল কিফলুল ফাক্বিহুল ফাহিম"নামক কিতাব রচনা করেন।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

এই হজ্জের সময়েই তাঁকে মক্কা ও মদিনা শরীফের ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের ওলামা ও মাশায়েখগন মুজাদ্দিদে উম্মাত অর্থাৎ উম্মাতের মুজাদ্দিদ মান্য করেন। আলা হযরত সত্তর এর অধিক বিষয়ের উপর এক হাজারের ও বেশী পুস্তক আরবী,ফারসী এবং উর্দু ভাষাতে প্রনয়ন করেছেন।

—ঃ বেসাল মোবারক ঃ—

তিনি ২৫ শে সফর ১৩৪০ হিজরী মোতাবেক ২৮ শে অক্টোবর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে,ইন্তেকাল করেন।

প্রত্যেক বৎসর তাঁর পবিত্র ওরুস শরীফ ২৩,২৪,২৫ শে সফর বেরেলী শরীফে জাকজমক সহকারে শরিয়ত মোতাবিক পালিত হয়। এই ওরুস শরীফে লক্ষ লক্ষ জিয়ারত কারী ও উলামায়ে কেরাম অংশ গ্রহন করেন।

মাসলাকে আলা হযরতই মাসলাকে সাওয়াদে আজম এটা নতুন কোন মাসলাক নয়

ইসলামের নামে নিজেদের মুসলমান বলে বাতিল দল গুলি ইসলামের উপর বিভিন্ন রকমের আক্রেমন করে। আল্লাহর শানে ও রাসুলের পবিত্রতার উপরে আক্রেমন করে। বাতিল দলের মধ্যে রাফেজী ও খারেজী দলকে প্রথমেই ইসলামে বহিস্কৃত করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেক যুগে ইসলামের নামে এমন কিছু বাতিল দল,আভির্ভূত হয়েছে যারা আল্লাহ ও রসূল সম্পর্কে চরম বেয়াদবী ও কুফরী বাক্য ব্যবহার করেছে। চতুর্দশ হিজরীতে এমন কিছু দল ও তার প্রতিষ্ঠাতা আত্মপ্রকাশ করেছে যে,তারা আল্লাহ ও রসূলের পবিত্রতাকে কলুষিত করেছে এবং আল্লাহ ও রসূলের সম্পর্কে অসম্মান সূচক বাক্য প্রকাশ্য ভাবে লিখেছে যা কাফির ও মুশরিক গনও বলতে ও লিখতে সাহস পাই না। চতুর্দশ হিজরীর কিছু ভারতীয় যারা আল্লাহ ও রসূলের শানে বেয়াদবী করেছে তাদের নাম এবং তাদের কুফরী বাক্য নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

১। মওলবী ইসমাইল দেহলবী ঃ-(ক) সে তাকবীয়াতুল ঈমান নামক কিতাব লিখেছে যে,ঐ শাহানশাহর এই শান যে এক মুহূর্তে কুন শব্দ দ্বারা যদি চায় তবে কোটি কোটি নবী,ওলি,ফারিস্তা,জিব্রাইল এবং মহম্মদ এর বরাবর সৃষ্টি করতে পারেন।

কিতাব তাকবীয়াতুল ঈমান ২১ পৃষ্ঠা, প্রিন্টিং-ইসলামী প্রেস লাহোর।

(খ) প্রত্যেক সৃষ্টি ছোট হোক অথবা বড় আল্লাহর শানের নিকট চামার অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট। উক্ত পুস্তক ১ম পৃষ্ঠা।

(গ) যার নাম মহম্মদ বা আলি সে কোন জিনিসের মালিক ও মুখতার নয়। পৃষ্ঠা নং ২৮

(ঘ) নবীর মর্যদা কেবল মাত্র বড় ভাইয়ের সমান। ৪২ পৃষ্ঠা

মওলবী ইসমাইল দেহলবীর দ্বিতীয় কিতাব সিরাতে মুস্তাকিম এবং তৃতীয় কিতাব এক রোজীর মধ্যেও আল্লাহ,রসূল ও ফারিস্তাদের শানে গুস্তাখী বাক্য লিখেছে।

২। মাওলবী খলিল আহমদ আম্বেঠী ঃ-দেওবন্দ মদ্রাসার একজন মাওলবী খলিল আহমদ আম্বেঠী তার বরাহীনে কাতিয়া নামক কিতাবের মধ্যে আল্লাহ ও রসূলের সম্পর্কে চরম গুস্তাখী বাক্য ব্যবহার করেছে। এই কিতাবকে দেওবন্দ মদ্রাসার আর একজন মাওলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সমর্থন করেছে। তারা দুজনেই আল্লাহ তায়ালার জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব বলে মত প্রকাশ করেছে কেকতাবের ভাষা এ রকম-

(ক) ইমকানে কিজব (মিথ্যা বলা সম্ভব) এর মসলা এখন নতুন করে কেউ বের করেনী বরং পূর্ববর্তী উলামাদের মধ্যে মত বিরোধ হয়েছে

(খ) হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে লিখেছে যে,শয়তান এবং মালাকুল মউত এর জ্ঞান অকাট্য দলিল হতে প্রমাণিত আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জ্ঞান কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত ? পৃষ্ঠা ৫১

এখানে মাওলানা খলিল আহমদ আম্বেঠী হযরত পয়গাম্বরে ইসলাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞানকে শয়তানের জ্ঞান অপেক্ষা কম প্রমান করেছে। (মায়াজাল্লাহ)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

(গ) এ কিতাবে ইহাও লিখেছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দেওয়ালের পেছনের জ্ঞান জানেন না। ৫২ পৃষ্ঠা

৩। মাওলবী কাসেম নানতুবী ঃ-দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলবী কাসেম নানুতুবী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শেষনবী হওয়াকে অস্বীকার করেছে। যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জামানার পর ও কোন নবী এসে যায় তবু ও হুজুরের শেষত্বে কোন পার্থক্য আসবে না। তাহজিরুন্নাস ২৪ পৃষ্ঠা

৪। মাওলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ঃ দেওবন্দ মাদ্রাসার একজন মাওলবী সে ফাতাওয়ায়ে "রাশিদিয়াতে" এভাবে লিখেছে যে,ইমকানে কিজব (মিথ্যা বলা সম্ভব) এই অর্থে যে যা কিছু আল্লাহ তায়ালা বলেছে তার বিরোধী কর্মের উপর ও ক্ষমতা বান কিন্তু সে নিজে করে না ইহাই বান্দাদের আকিদা। পৃষ্ঠা ১০ প্রিন্টিং মাকতুবায়ে রাহিমিয়া দিল্লী।

৫। মাওলবী আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দ মাদ্রাসার সঙ্গে এর গভীর সম্পর্ক ছিল।সে তার কিতাব হিফজুল ঈমান এর মধ্যে নবীর জ্ঞান সম্পর্কে গুস্তাখী করেছে এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েব কে পাগল বাচ্চা এবং চতুষ্পদ জন্তুর জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করেছে। হিফজুল ঈমান, ৮ পৃষ্ঠা

৬। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী উপরিউক্ত পাঁচজন মাওলবী ছাড়াও মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আল্লাহ ও রাসুলের সম্পর্কে কঠিন গুস্তাখী করেছে। ঈসা আলায়হি ওয়া সালামের সঙ্গে চরম বেয়াদবী করে নিজেকে মসীহ মাওউদ দাবী করেছে। আর মাওলবী খলিল আহমদ আম্বেঠী ও রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী ইমকানে ফিজরের আকিদা এবং কাসেম নানুতুবীর নবীর শেষত্বকে অস্বীকার করা আকিদা হতে ফায়দা উঠিয়ে নিজেকে শেষ নবী বলে আখ্যায়িত করেছে এবং নতুন মাজহাব অর্থাৎ কাদিয়ানী বা আহমদী মাজহাব তৈরী করেছে।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

হিন্দুস্থানের ইসলামী মাজহাবী অবস্থা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল নিজেকে মুসলমান ও মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা বলে ইসলামকে কলুষিত করে আল্লাহ ও রাসুলের শানে গুস্তাখী করতেছিল, আর বিভিন্ন দিক হতে সকলে চুপ ছিল। কিন্তু চতুর্দশ হিজরীতে হিন্দুস্থানের বেরেলী শহরে একজন আশেকে রসুল শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন ১২৭২ হিজরী মোতাবিক ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। যাকে আজ জামানা আলা হযরত ইমামে আহমদ রেজা নামে জানে ও মানে। তিনি ঐ সমস্ত কুফরী বাক্যকে যাচাই করে তার খন্ডন করেন। ইমাম আহমদ রেজা মাওলবী ইসমাইল দেহলবীর খন্ডনে "আলকাওকাবাতুশ শেহাবিয়া" নামক কিতাব প্রণয়ন করেন এবং তার মধ্যে ১৭টি কারণে মাওলবী ইসমাইল দেহলবীর উপর কুফরে লাজিম প্রমাণ করেন। ইহা ছাড়াও তিনি "সুবহানুস সুবুহ" ও সিল্লুস সুইউফুল হিন্দিয়া" নামক কিতাবে ইসমাইল দেহলবীর মতের খন্ডন করেন।

ইমাম আহমদ রেজার মোজাদ্দেদী কর্ম

যেখানে তিনি রাফেজী, খারেজী, এবং ইসলামের উপর বিভিন্ন আক্রমন কারীদের ও ভ্রান্ত মতবাদের প্রকাশ্য খন্ডন করেছেন তার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ ও রাসুলের গোস্তাখী কারীদের যেমন মওলবী খলিল আহমদ আম্বেঠী, মাওলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলবী কাসেম নানুতুবী, মাওলবী আশরাফ আলী থানবী এবং মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর খন্ডনে পুস্তক রচনা করেন। এর পর আল্লামা ফজলে হক বাদাউনী রহমাতুল্লাহির পুস্তক "আলমোতাক্বিদুল মুসতানাদু"এর সূচীপত্র ও টীকা লিখে ঐতিহাসিক নাম আল মোতামিদুল মুসতামাদু রেখে তার মধ্যে উপরিউক্ত পাঁচজনের আল্লাহ ও রাসুলের শানে গুস্তাখী বাক্য গুলি একত্রিত করে ২১শে জিলহজ্জ ১৩২৩ হিজরীতে মক্কা ও মদিনা শরীফের উলামা ও মাশায়েখ গণের নিকট পাঠান।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

সেখানকার উলামা ও মাশায়েখগন উক্ত পাঁচজনের উপর কুফর ও মুরতাদের ফাতাওয়া প্রদান করেন এবং পরিস্কার ভাবে লিখেন "মানশাক্কা ফি কুফরীহী ওয়া আযা বিহী ফা ক্বাদ কাফরা"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাদের কাফের হওয়াতে এবং তাদের আযাব হওয়াতে সন্দেহ করবে সেও কাফের।

ইমাম আহমদ রেজা এই ফাতাওয়াকে হোসামূল হারামাঈন কুফরে ওয়াল মাঈন নাম দিয়ে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। মক্কা ও মদিনা শরীফ ও অন্যান্য রাষ্ট্রের যে সমস্ত ওলামা ও মাশায়েখগণ উক্ত পাঁচজন ব্যক্তির উপর ফাতাওয়া দিয়েছিলেন ইমাম আহমদ রেজা তাঁ সমর্থন করে হোসামূল হারামাঈনের উপর অভিমত লিখেন। ফাতাওয়া প্রদানকারীদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজনের নাম ১) মাওলানা ইসমাইল মাক্কী মুহাফিজে কুতুবুল হারাম মক্কা মুয়াজ্জমা। ২) মাওলানা হাসান ইবনে মহম্মদ, মুদাররেশ, হারাম শরীফ ৩) শায়খ আব্দুল কাদীর, মুদাররেশ, মাসজিদে নববী মদিনা মুনাওয়ারা ৪) শায়খ সৈয়দ ওমর ইবনুল মোস্তফা, মদিনা মুনাওয়ারা ৫) শায়খ আলী ইবনে আলী আররহমানী, মুদাররেশ, মসজিদে নববী মদিনা মুনাওয়ারা।

অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের ওলামা ও মাশায়েখগণ

১) শায়খ আব্দুল হামীদ বিকরী আল আত্তারুশ শাফী মূলকে শাম।
২) শায়খ মহম্মদ তাজউদ্দিন মহম্মদ বদরুদ্দিন আল হাসানী মূলকে শাম।
৩) শায়খ ইব্রাহিম আল মোতি আসসেকা আশশাফী, মুদাররেশ, জামে আজহার, মিশর।
৪) শায়খ আব্দুর রহমান আল মিশরী হানাফী মুদাররেশ জামে আজহার মিশর।
৫) শায়খ মহম্মদ সঈদ ইবনে আব্দুল কাদের, ইরাক।

১৩২৩ হিজরীতে ইমাম আহমদ রেজা দ্বিতীয় হজ্জ পালন করেন। হজ্জ পালন করা কালীন সময়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইলমে গায়েবের স্বপক্ষে প্রায় আট ঘন্টা সময়ে আরবী ভাষাতে আদদাওলাতুল মাক্কীয়া বিল মাদ্দাতিল গায়বিয়া নামক কেতাব প্রণয়ন করেন।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

যে পুস্তকে মক্কা ও মদিনার গভর্নর হারামাঈন

তাইয়্যেবাঈন ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের ৩৪ জন ওলামা

মাশায়েখ হোসামুল হারামাঈনের সমর্থনকারীগণ অভিমত লিখেন।

কাগজের নোট জায়েজের বিষয়ে হারামাঈন শরীফাঈনের ওলামা মাশায়েখগণ অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন সে সময় ইমাম আহমদ রেজাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তখনই মক্কা মোয়াজ্জমায় জায়েজের সমর্থনে আরবী ভাষাতে " আলকিফলুল ফাকিহুল ফাহিমু ফি আহকামে কিরতাসিদ দারাহিমে" নামক পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তককে হারামাইন ও অন্যান্য ইসলামী রাস্ট্রের ওলামা ও মাশায়েখগণ সমর্থন করে অভিমত লিখেন ইমাম আহমদ রেজা এই ধর্মীয় মোজাদ্দেদী কর্ম সমূহের কারণে হারামাঈন শরীফ ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্র এবং অখন্ড ভারতবর্ষের শত শত ওলামা ও মাশায়েখগণ চতুর্দশ শতাব্দীর মোজাদ্দীদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং মান্য করেছেন।

ইমাম আহমদ রেজার ফাতাওয়া সমূহের একত্রিত করণ "আল আতাইয়া নববীয়া ফিল ফাতাওয়ায়ে রাজবীয়া" ইসলামিক ফেকাহর আযিম ইনসাই ক্লোপেডিয়া

আলবের দোষারূপ লবীয়ার মিথ্যা অপরাধ ঃ-ইমাম আহমদ রেজা যে পাঁচজন ব্যাক্তির উপর কুফর ও মুরতাদের ফাতাওয়া নিয়ে প্রকাশ করেন এবং অন্যান্য ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডন করেন। ঐ সমস্ত ভ্রান্ত মত পোষন কারী এবং তার অনুসারীগণ ইমাম আহমদ রেজার বদনাম করার জন্য এ অপ প্রচার ছড়াই যে,ইমাম আহমদ রেজা বেরেলবী আল বেরলবীয়া নাম দিয়ে এক নতুন মসলাক ও মাজহাবের ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু ইহা একে বারে মিথ্যা এবং ভুল কথা ইমাম আহমদ রেজা আলবেরে লবীয়া নামে কোন নতুন মাজহাব তৈরী করেন নি। তার প্রমাণ স্বরূপ

-ঃ নিম্নে সে গুলি লিখা হল ঃ-

(১) জামায়াতী ইসলামী হিন্দের মুখপত্র"

আল হাসানাতের স্বীকারোক্তি

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

এ ধারণা ঠিক নয় যে ইমাম আহমদ রেজা দ্বীন ইসলামের মধ্যে এক নতুন দল তৈরী করেছেন তবে ইহা সঠিক যে ওলামা গন এই জামায়াত কে সাধারণত ইমাম আহমদ রেজা বেরলবীর আক্বিদার কারনে বেরলবী বলা হয় দ্বিতীয়ত ইহাই হানাফীদের পরিচয়। (আল হাসানাত রামপুর শাখসিয়াত নম্বর ১৯৭৯ সাল পৃষ্ঠা ৫৪,৫৫)

(২) এহসান ইলাহী জাহির লিখেছেন যে আজ যাকে বেরলবী দল বলা হয় তাদের পথ মত ও আক্বিদা পুরাতন কিন্তু এই জামায়াত নামের দিক থেকে নতুন আর তাদের ধ্যান ধারণা ও আক্বিদার দিক থেকে পুরাতন।

আলবেরে লবীয়া পৃষ্ঠা ৭

এহসান ইলাহী জাহির নিজেই লিখেছেন যে,তাদের ধ্যান ধারণা ও আক্বিদা পুরাতন অর্থাৎ সেই আক্বিদা যে আক্বিদা সাহাবাগন,আয়িম্মা ও আওলিয়াগনের ছিল।

(৩) শায়খ মহম্মদ ইকরাম ঃ-তিনি (ফাজিলে বেরলবী ইমাম আহমদ রেজা) অত্যান্ত কঠোরতার সহিত প্রকৃত হানাফীর কাজ করেছেন।

(মাওজে কাওসার পৃঃ ৭০)

নোট ঃ-এহ সান ইলাহী জাহির এর মত শাইখ মহম্মদ ইকরাম ও ইমাম আহমদ রেজার কঠোর বিরোধী হওয়ার পরও সত্যতাকে স্বীকার করেছে যে তিনি (আলা হযরত) প্রকৃত হানাফী মাজহাবেরই পথ প্রশস্থ করেছেন অর্থাৎ তিনি হানাফী মাজহাবেরই অনুসারী ছিলেন।

(৪) মালিক রাম মুহাক্কিক ঃ-মালিক রাম একজন বিধর্মী ব্যাক্তি ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে,সকলেই জানে যে বেরলী মাওলানা আহমদ রেজার জন্ম ভূমি। তিনি কঠিন প্রকারের পুরাতন ধ্যান ধারণার ও আকিদার আলেম ছিলেন। নজরে আরশী পৃঃ ১২

নোট ঃ-মালিক রাম পরিস্কার ভাবে লিখেছে যে ইমাম আহমদ রেজা কাদিমূল খেয়াল অর্থাৎ পুরাতন ধ্যান ধ্যারণা ও আকিদার উপরই ছিলেন। তিনি নতুন কোন আকিদা বা দল তৈরী করেন নি।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

ইমাম আহমদ রেজা বেরলবীর ঐ আকিদা ছিল যে আকিদা আহলে বায়াতে আতহার,সাহাবায়ে কেরাম,তাবেয়ীন,আয়িম্মায়ে মুজতাহে দ্বীন এবং ওলামায়ে ইসলাম গণের ছিল। তিনি চার ওসুল অর্থাৎ (কোর আন,হাদীস,ইজমা ওক্বিয়াস) এর মান্যকারী ছিলেন। শরীয়তের পূর্ন অণুসারী ছিলেন এবং দ্বীনে হক্ক ইসলামের প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ঐ কর্ম সমূহকে জায়েজ ও হালাল বলেছেন যা শরীয়তে জায়েজ ও হালাল আর ঐ কর্ম সমূহকে হারাম ও নিষেধ এবং নাজায়েজ বলেছেন যা ইসলামী শরীয়তের দিক থেকে হারাম ও নাজায়েজ। তিনি সব দিক থেকে ঘৃণিত বেদাত এর খন্ডন করেছেন যেমন মাইয়েতের দাওয়াত,মহিলাদের মাজার ও কবরস্থানে উপস্থিত হওয়া,কবরে চুমা দেওয়া,তাওয়াফ করা,তাজিমী সাজদা করা,বাদ্য যন্ত্র সহকারে কাওয়ালী করা,নিত্য ও সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করা,বেহায়ায়ী,বে পরদা,এবং অইসলামিক প্রথা প্রচলন প্রভৃতি এমন কি মহরমে শোক পালন করা,তাজিয়াদারী করা, মাতম ও নোহা করা প্রভূতি কে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি মিলাদ,ফাতিহা,নজর ও নিয়াজ,বজুর্গানে দ্বীনেদের ওরস মোবারক শরীয়তের নিয়ম মোতাবিক পালন করাকে মুস্তাহাব এবং সওয়াবের কাজ বলেছেন ইহাকে ফরজ ও ওয়াজিব বলেন নি।

মাসলাকে আলা হযরত সম্পর্কে কিছু কথা ঃ—ইমাম আহমদ রেজা বেরলবী আল্লাহর পবিত্রতা ও রসূলের পবিত্রতার,আহলে বায়াত ও সাহাবাগণের শ্রেঠত্ব,আওলিয়াদের হিফাজত, শরীয়ত ও সুন্নাতের প্রসারে আত্ম নিয়োগ করে রেখে ছিলেন এবং বদ মাজহাব ও ভ্রান্ত দল সমূহের খন্ডন করে প্রকৃত ইসলামী বিধান দিয়েছেন। আর ঠিক ঐ আকিদা ও মসলাক উপহার দিয়ে গেছেন যে,আহলে বায়াত সাহাবায়ে রসূল তাবেয়ীন তাবে তাবেয়ীন আয়িম্মায়ে মুজ তাহেদ্বীন ওলামাদের আকিদা ও মসলাক ছিল।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

(তাক্বদম দাত্তরে হাজির মে বেরলবী আহলে সুন্নাতকা
আলামতি নিশান পৃঃ ১০,১১
প্রিন্টিং মাকতুবায়ে হাবিবীয়া লাহোর।)

মুফতী জালালুদ্দিন আলায়হির রহমা লিখেছেন,যে ব্যাক্তি সুন্নী হওয়া সত্ত্বেও মাসলাকে আলা হযরত বলতে আপত্তি করবে সে ব্যাক্তি আলা হযরত আজিমূল বারকাত মুজাদ্দিদে দ্বীন ওমিল্লাত ইমাম আহমদ রেজা মহাদ্দীসে বেরলবী আলায়হির রহমার হিংসায় আক্রান্ত।

মাজহাবে হক্ব আহলে সুন্নাতওয়া জামায়াতকে মান্য কারী হওয়া প্রকাশ করার জন্য বর্তমান সময় মাসলাকে আলা হযরত বলা জরুরী। (মাসলাকে আলা হযরতও ডঃ আব্দুল আজিজ নায়িমী।)

এক নজরে মূল লেখকের পরিচিতি

নাম ঃ— আল্লামা মহম্মদ তাওসীফ রেজা খাঁ

পিতা ঃ—হযরত আল্লামা রায়হান রেজা খাঁ

জন্ম ঃ—মানজারে ইসলাম মাদ্রাসার রেজস্ট্রি বহি মোতাবিক
৯ই নভেম্বর ১৯৫৯

বিসমিল্লাহ খানী ঃ—চার বৎসর চার মাস চার দিনে মুফতী আযম হিন্দ তাকে বিসমিল্লাহ খানী করান।

শিক্ষা ঃ— জামিয়া রাজাবিয়া মানজারে ইসলাম ও অন্যান্য মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

শিক্ষক মন্ডলী ঃ—(ক) হাফিজ আবিদ হোসাইন (খ) হযরত সৈয়দ গোলাম জিলানী মিরাঠী (গ) মুফতী মুশাহীদ রেজা খাঁ (ঘ) মুফতী জালালুদ্দিন আমজাদী (ঙ) আল্লামা নাঈমূল্লা খাঁ রেজবী (চ) মাওলানা সৈয়দ আরিফ হোসাইন রেজবী (ছ) মাওলানা বাহাউল মোস্তফা (জ) মাওলানা আব্দুল খালেক (ঝ) মুফতী জাহাঙ্গীর (ঞ) মুফতী মহম্মদ আফজাল হোসাইন ইত্যাদি।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

বায়াত ও খেলাফত ঃ—১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হুজুর মুফতী আযম হিন্দ আলায়হির রহমা এক বিশেষ সভাতে অনেক ওলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে ক্বাদরীয়া, বরকাতীয়া রাজাবীয়া সিলসিলায় ইজাজত খেলাফত প্রদান করেন।ইহা ছাড়া হযরত মহম্মদ সৈয়দ মোস্তফা হায়দার হাসান মিয়া ও হযরত মাওলানা জিয়াউদ্দিন মাদানী এবং হযরত মাওলানা বুরহানুল হক্ব আলায় হিমুর রহমা ও খেলাফতেও ইজাজত প্রদান করেন।

খলিফাঃ— বিহার, ইউপি,কর্ণাটক,এম.পি,মহারাষ্ট্র,পশ্চিম বঙ্গ,এ.পি,উড়িষা,ছত্রিশগড়,রাজস্থান,গুজরাট,ঝাড়খন্ড,নেপাল,পাকিস্থান,বাংলাদেশ, আমেরীকা,সাউথ,আফ্রিকা,ইত্যাদিতে তার খলিফা রয়েছে।

বিবাহ ঃ—তার পবিত্র বিবাহ ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বায়ের স্বনামধন্য ব্যাক্তি আলহাজ সাইদা নূরী রোজা একাডেমীর মালিকের বোন এর সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়।

এক জন পুত্র সন্তান,নাম ঃ– ফায়েজ রেজা, মিশর আজহার ইউনিভারসিটিতে পাঠরত

আর একজন কন্যা সন্তান ঃ–

--ঃ অনুবাদকের কথা ঃ--

মাসলাকে আলা হযরত এর অর্থ আলা হযরতের পথ-মত ও আকিদা বলী ইহা কোন নতুন পথমত নয় বিশ্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হতে আজ পর্যন্ত ইসলাম জগতে প্রচলিত যে আকিদাবলী আছে যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা বলে পরিচিত ইহাই মাসলাকে আহলে সুন্নাত বা মাসলাকে আলা হযরত। এই শিক্ষায় আলা হযরত একজন মুজাদ্দিদ হিসাবে সারাজীবন দিয়েছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর মহান মুজাদ্দীদ। তিনি ১২৭২ হিজরী মোতাবিক ১০ই সওয়াল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জুন ওলিয়ে কামেল মুফতী নাকী আলী খাঁ আলায়হির রহমার ঘরে উত্তর প্রদেশের বেরেলী শরীফের জাসলী মহল্লাতে জন্ম গ্রহণ করেন।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

ইমাম জাহরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন যে নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জিন্দেগীতে মানুষ আহলে সুন্নাত ছিলেন অর্থাৎ সাহাবাগন আহলে সুন্নাত ছিলেন। আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের মোবারক নাম ও মাসলাক নবী পাকের সময় কাল হতে সাহাবা,তাবেয়ীন তাবে তাবেয়ীন হতে চলে আসছে। ও নাম ও মাসলাক আজকের নতুন সৃষ্টি নয়। ইহার স্বাক্ষী ইমাম ইবনে তায়মিয়া, তার মিনজাসুস সুন্নাহ ১ম খন্ড ২৫৬ পৃষ্ঠা। ইহাতে বর্ণনা করেছে যে আহলে সুন্নাত ও জামায়াত পুরাতন সুপরিচিত মাজহাব। এই জামায়াত বা মাসলাক চার ইমামের জন্মেরও পূর্বের। আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত কোন নতুন দল নয় বরং ইহা নবী পাকের সময় কাল হতেই চলে আসছে। অর্থাৎ সাহাবা,তাবেয়ীন,তাবে-তাবেয়ীন,উলামায়ে মুজতাহেদ্বীন এবং বোর্জগানে দ্বীনেদের পথ মত আদর্শ ও আকিদাই বিশ্বাসী ও মান্যকারীদের-ই-আহলে সুন্নাত ও জামায়াত বলা হয়।

(সংগৃহিত সাহাবায়ে কেরাম আউর মাসলাকে আহলে সুন্নাত- মাওলানা গোলাম মুর্তূজা সাকি মুজাদ্দেদী-)

আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের সহি আকিদা জানতে আপনার অবশ্যই পাঠ্যবাংলা ভাষায় প্রকাশিত একমাত্র পত্রিকা ত্রৈমাসিক

সুন্নী জগৎ

নিজে পড়ুন ও অপরকে পড়ান

যোগাযোগ- মাওলানা মোহাম্মদ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী
কার্য্যকারি সম্পাদক
মোবাইল নং-৯৬৭৯৪৮৮৮০২

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের আকিদাবলী

১। আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা। তিনি পাক ও পবিত্র। এক ও অদ্বিতীয়। স্থান,কাল,দিক হতে পবিত্র। মিথ্যা, দোষ, ত্রুটি, হতে পবিত্র। তাঁর জন্য মিথ্যা বলা, গোনাহর কর্ম করা মহাল (অসম্ভব)।

২। আল্লাহর জন্য গড, ঈশ্বর, ভগবান, বিষ্ণু, ব্রহ্ম, প্রভু শব্দ ব্যবহার করা হারাম। (ফাতাওয়ায়ে শারেহ বোখারী- পৃঃ ২৪৬) (এই আকিদা কোরআন,তাফসীর,হাদীস,আকায়েদ ও কালাম হতে প্রমানিত)

৩। আল্লাহ সমস্ত জাগায় হাজির নাজির বা উপস্থিত ইহা বলা নিষেধ। আল্লাহ জায়গা বা স্থান কাল হতে পবিত্র।

৪। আল্লাহর জন্য উপরওয়ালা শব্দ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। (ফাতাওয়ায়ে শারেহ বোখারী- পৃঃ ২৫৯)

–ঃ শেষ নবী ঃ–

৫। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আখেরী অর্থাৎ সর্বশেষ নবী। তারপর আর কোন নতুন নবী জন্ম গ্রহন করবে না।

কোরআন শরীফ, ২২ পারা, সূরা আহযাব আয়াত ৪০ এ বর্নিত হয়েছে–মহম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন হ্যাঁ আল্লাহর রাসুল এবং সমস্ত নবীর মধ্যে সর্বশেষ।

উক্ত আয়াতের তফসীর তাফসীরে খাজাইনুল ইরফানে বর্নিত হয়েছে যে হুজুরের সর্বশেষ নবী হওয়া নিশ্চিত ও অকাট্য। যে ব্যক্তি খতমে নবুয়ত কে অর্থাৎ নবী পাকের শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করে সে ব্যক্তি কাফির ও ইসলাম হতে বহিভূত।

উক্ত আকিদা হাদীস পাক হতে ও প্রমাণিত।

হযরত আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণিত যে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"লা রাসুলা বায়াদী ওয়ালা নাবীয়া" অর্থাৎ আমার পরে কোন নবী বা রাসুল হবে না।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

হযরত সওবান হতে আবু দাউদ শরীফ কিতাবুল ফাতানে হাদীস বর্ণিত হয়েছে-ওয়া আনা খাতিমুল নাবীয়িন লা নাবীয়া বাদী। অর্থাৎ আমি শেষ নবী আমার পরে কোন নবী হবে না।

(সংগৃহিত-তাফসীরে জিয়াউল কোরআন)

৬। **নবীপাক নুর ঃ-** আল্লাহতায়ালা সর্বপ্রথম তাঁর পবিত্র জাতী নুর হতে তাঁকে তৈরী করেছেন। "ক্বাদ জায়াকুম মিনাল্লাহি নুরুও ওয়া কিতাবুম মোবিন" অর্থাৎ নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি নুর এসেছে এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব।

(৬ পারা, সূরা মায়েদা, আয়াত ১৫)

তাফসীরে খাজাইনুল ইরফানে বর্ণিত হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পবিত্র নুর।

তাফসীরে ইবনে জারীর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে যে, নুর হতে উদ্দেশ্য এখানে নবীপাকের পবিত্র জাত। ইহা ছাড়াও তাফসীরে জালালাইন ও তাফসীরে রুহুল বয়ানেও নবীপাককে নুর বলা হয়েছে।

নবীপাক হাজির নাযির

৭। আল্লাহ নবীপাককে হাজির-নাযির করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর সমস্ত উম্মাতের স্বাক্ষীদাতা, তিনি দুনিয়ার সমস্ত উম্মাতকে দর্শন করেন এবং কিয়ামতের ময়দানে উম্মতগণের স্বাক্ষী দিবেন। তিনি প্রতি কবরে এবং প্রত্যেক মুমিনের বাড়িতে উপস্থিত হন। তিনি মুমিনগণের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক নিকটে। তিনি বিশ্ব জগৎ দর্শনকারী।

"নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি উপস্থিত প্রত্যক্ষকারী (হাজির-নাযির) করে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে।"-(২৬ পারা, সূরা ফাতাহ, আয়াত নং ৮)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে খাজাইনুল ইরফানে বর্ণিত হয়েছে-নবীপাককে হাজির-নাযির করে এই জন্য প্রেরণ করা হয়েছে যে আপন উম্মতের কার্য্যাদী ও অবস্থাদীর জন্য যাতে কিয়ামতের দিবসে সেগুলোর স্বাক্ষী দেন।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আল্লামা মুহাদ্দীস দেহলবী "মাজমাউল বরকত" এ নবীপাককে হাজির নাযির বলে বর্ণনা করেছেন।

৮। গায়েবের সাংবাদদাতা নবী

আল্লাহ তায়ালা আলিম-বি-জাত,আলিমুল গায়িব। তাঁরদান ব্যতিত কেউ একটি অক্ষর ও জানতে পারেনা। আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত আলিমুল-বি-জাত বা আলিমুল গায়িব কারও জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। আল্লাহ ব্যতিত কারও জন্য ইলমে গায়েব জাতী মান্য করা কুফর। আল্লাহ তায়ালা দয়া করে আম্বিয়া গনকে বিশেষ করে তাঁর হাবিব- মহম্মদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ইলমে গায়েব দান করেছেন। নবী পাকের ইলমে গায়েব অস্থায়ী নবী আলিমে গায়েব অর্থাৎ গায়েবের সংবাদ-দাতা। কোরআন শরীফ ৫ পারা সূরা নেসা আয়াত নং ১১৩- "আর আল্লাহ তায়ালা আপনার উপর কিতাব ও হিকমত অবতীর্ন করেছেন এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়াছেন যা কিছু আপনি জানতেন না। এবং আপনার উপর আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।" উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরে জালালাইন ও তফসীরে খাজাইনুল ইরফান বর্ননা করেছে যে আল্লাহ তায়ালা নবীপাককে ধর্মীয় বিষয়াদী, শরীয়তের বিধানাবলী- এবং অদৃশ্য জ্ঞান (ইলমে গায়েব) দান করেছেন। আল্লাহ তায়ালা স্বীয় হাবিবকে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান সমূহ দান করেছেন এবং কিতাব ও হিকমতের রহস্যাবলী এবং হাকিকাত সমূহের উপর অবহিত করেছেন। অতীতে যা কিছু সংঘটিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু সংঘটিত হবে তার বিস্তারিত বিবরণ নবী পাককে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন। কোরআন শরীফ ২৭ পারা, সূরা রহমান আয়াত-৪- "আল্লামাহুল বায়ান" অর্থাৎ আল্লাহ নবী পাককে "মা কানা ওমা ইয়াকুনু" (যা কিছু সংঘটিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে) এর জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। (তফসীরে মুয়ালিমুল তানজিল মিসরী ৭তম খন্ড ১ম পৃঃ,তফসীরে খাজীন মিসরী ৭তম খন্ড ২য় পৃঃ ,তফসীরে সাবী মিসরী ৪র্থ খন্ড ১২৯ পৃঃ)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

পঞ্চ জ্ঞান

আল্লাহ তায়ালা নবী পাককে পঞ্চ-জ্ঞান অর্থাৎ কিয়ামতের জ্ঞান, বৃষ্টি কবে হবে, মায়ের পেটে কি আছে, আগামী কাল কি করবে, কে কোথায় মারা যাবে এর জ্ঞান দান করেছেন। সূরা লোকমান, ২১পারা আয়াত ৩৩ এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সেরীন গনের তাফসীর হতে এবং বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ৪৫৩ পৃঃ, বোখারী শরীফ ২য় খন্ড ১০৮৩ পৃঃ, বোখারী শরীফ ২য় খন্ড ৯৬১ পৃঃ, মুসলীম শরীফ ২য় খন্ড ৩৯০ পৃঃ, মেশকাত ৪৬১ পৃঃ, খাসাইসুল কোবরা ২য় খন্ড ১৩৮ পৃঃ, বর্ণিত হাদীস হতে নবী পাকের ইলমে গায়েব আত্বায়ী এবং পঞ্চ জ্ঞান প্রমানিত। ৪র্থ পারা সূরা ইমরান আয়াত ১৭৯ এবং ২৯ পারা সূরা জ্বীন আয়াত নং ২৬-২৭ এ নবী পাকের ইলমে গায়েব প্রমানিত। ৩০ পারা সূরা তাকভীর,আয়াত নং ২৪-এ নবী ইলমে গায়েব (অদশ্য বিষয়ে) বর্ণনা করা বিষয়ে কৃপন নন। অর্থাৎ তিনি গায়েবের জ্ঞানে জ্ঞানী এবং তা বর্ণনাও করেন। তিন গায়েবের সংবাদ দাতা।

(৯) নবী মানব কিন্তু তুলনাহীন—আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী পাককে পবিত্র নুর হতে সৃষ্টি করে সর্বশেষে ৫৭০ খৃঃ ১২ই রবিউল আওয়াল আরবের মক্কা ভূমিতে মহামানব রূপে প্রেরণ করেন।

নবী নুর এবং মানব, আমরা না নবীর মত না নবীপাক আমাদের মত তিনি তুলনাহীন মহামানব নবীপাককে আমাদের মত মনে করা বা বলা কুফর।

বোখারী শরীফ ১ম খন্ড ২৬২ পৃষ্ঠা, মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ৩৫১ পৃষ্ঠা, তিরমিজি শরীফ ১ম খন্ড ৯৭ পৃষ্ঠা, মেশকাত শরীফ ১৭৫ পৃষ্ঠা, হযরত ইবনে ইমরান, হযরত আনাস, হযরত আবু হোরায়রাহ হতে বর্ণিত যে নবীপাক নিজেই বলেছেন-তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে ?

তিরমিজি শরীফ ২য় খন্ড ২০৫ পৃষ্ঠা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে আমি নবীপাকের মত কাউকে পূর্বেও দেখি নাই বা পরেও দেখি নাই।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

হায়াতুননাবী

নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওফাতের পরও পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন। উম্মত গণের সমস্ত অবস্থা দর্শন করছেন। তিনি ব্যতিত অন্যান্য নবীগণও জীবিত আছেন।

মেশকাত শরীফ ১২১ পৃষ্ঠা হযরত আবি দারদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্নিত যে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা নবীগণের পবিত্র শরীরকে মাটির জন্য খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর নবী জীবিত তাঁদের রুজি দেওয়া হয়।

নবীগণের শরীর এবং কাফন নষ্ট হয় না। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মেশকাত শরীফের টীকাতে বলা হয়েছে যে আল্লাহর ওলিগণও মরেন না তাঁরা অস্থায়ী স্থান হতে চিরস্থায়ী স্থানে গমন করেন।

(৯) ইয়া রাসুল্লাল্লাহ নারা দেওয়া—মহব্বতে, সাহায্য চাওয়াতে, বিপদের মুক্তিতে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দূর অথবা নিকট হতে ডাকা বা ইয়া রাসুল্লাল্লাহ বলা জায়েজ। ইহা শিরক ও বিদয়াত নয়। জলসা বা মিলাদে নারায়ে রেসালাত ইয়া রাসুলাল্লাহ বলা জায়েজ। মুসলীম শরীফ ১ম খন্ড ৪১৯ পৃষ্ঠায়, নাসিমুর রিয়াদ ৩য় খন্ড ৩৫৫ পৃষ্ঠা, জুরকানী, ২য় খন্ড ২৯০ পৃষ্ঠা, দালাইলুন নবুয়ত ২য় খন্ড ১৬৭ পৃষ্ঠা হতে ইহা প্রমানিত।

আস্বালাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া রাসুল্লাল্লাহ বলা জায়েজ। (সিরাতে হালবীয়া)

(৯) নবীপাকের নিকট চাওয়া—হুজুর পাকের নিকট তাঁর বাহ্যিক জীবদ্দশায় অথবা বেসালের পরও চাওয়া জায়েজ। কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জমিন ও আসমানের খাজানার চাবি দান করেছেন। (মেশকাত শরীফ ৮৪ পৃষ্ঠা)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

(৯) নবীপাকের অসিলা—নবী পাকের অসিলা দেওয়া বেসালের পূর্বে বা পরে জায়েজ। গায়ের নবী অর্থাৎ ওলি আউলিয়ার অসিলা দেওয়াও জায়েজ। (তিরমিজ্জি শরীফ ২য় খন্ড ১৯৭ পৃঃ,ইবনে মাজা ১০০ পৃঃ)

(৯) ছায়াহীন নবী—আল্লাহ তায়ালা নবী পাককে ছায়াহীন করে সৃষ্টি করেছেন। হযরত জাকওয়ান তাবেয়ী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্নিত যে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শরীরের ছায়া সূর্য বা চন্দ্রের আলোতে পড়ত না। (খাসায়েস ১ম খন্ড ৬৮ পৃঃ)

(৯) শাফায়াত—নবী পাক,আম্বিয়াগন এবং আওলিয়া কেরাম আল্লাহ তায়ালার হুকুমে কিয়ামতের দিনে শাফায়াত করবেন। আল্লাহ তাঁদের শাফায়াত কবুল ও করবেন। সূরা বানী ইস্রাইল ১৫ পারা আয়াত ৭৯ সূরা নেসা ৫ম পারা আয়াত ৬৪ সূরা ত্বাহা পারা ১৬ আয়াত ১০৯ মেশকাত শরীফ ৪৯৪ পৃঃ,জামিউস সাগির ২য় খন্ড ৩৩ পৃঃ

উক্ত আয়াত এবং হাদীস পাক হতে নবী পাকের শাফায়াত প্রমানিত।

(৯) নবী পাকের নবুয়ত—আল্লাহ তায়ালা নবী পাককে নবী করেই সৃষ্টি করেছেন। তিরমিজি শরীফ ২য় খন্ড ২০১ পৃঃ আবু হোরায়রাহ হতে বর্নিত যে নবী পাক নিজেই বলেন–আমি ঐ সময়

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

নবী ছিলাম যখন আদম আলায়হিস সালাম রুহ এবং শরীরের মধ্যে অবস্থান করছিলেন।

নবী পাক তাঁর মক্কার জীবনে চল্লিশ বৎসর বয়সে নবী হন নাই বরং তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে নবুয়াত ঘোষনা করেছেন।

(১০) ইসালে সওয়াব—মৃত ব্যক্তিদের আত্মার শান্তি কামনার জন্য নেক কর্ম সমূহের সওয়াব পৌছান যেমন–দান, সাদকা, কোরআন খানি, কুলখানি, কলেমা খানি, ফাতিহা-মিলাদ দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে করা জায়েজ। ইহার সওয়াব মৃত ব্যক্তিদের নিকট পৌছে এবং মৃত ব্যক্তিগন ইহার দ্বারা উপকৃত হন.

ইহা কোরআন শরীফ হাদীসে পাক এবং তাফসীর হতে প্রমানিত। আওলিয়া গনের বেসালের দিন প্রতি বৎসর ওরস শরীফ পালন করা ও জায়েজ। তাদের রওজা পাকে উপস্থিত হয়ে জিয়ারত করা এবং সে স্থানে দাঁড়িয়ে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করা জায়েজ· নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রতি বৎসর ওহুদের শহিদগনের কবরে উপস্থিত হতেন এবং তারপরে খোলাফায়ে রাশেদ্বীন গনও উপস্থিত হয়ে জিয়ারত করতেন.

নবী পাক কবর জিয়ারত করতে নির্দেশ ও দিয়েছেন

(ফাতাওয়ায়ে শামী, তফসীরে রুহুল বয়ান, মেশকাত শরীফ)

(১১) চোখে চুমা দেওয়া—রাসুলে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তাজিম বা ইজ্জত করা সর্বাপেক্ষা বড় ফরজ শরীয়ত মোতাবেক পৃথিবীর যে কোন স্থানে যে সব কর্মের মাধ্যমে নবীর তাজিম প্রকাশ করা হয় তা জায়েজ এ রকমই নবী পাকের পবিত্র নাম শ্রবন করে জলসা, মিলাদে, আজানে, ইকামতে চোখে চুমা দেওয়া জায়েজ ও মুস্তাহাসান (ফাতাওয়ায়ে শামী) নবীপাকের বাহ্যিক জীবদ্দশায় আজানে নবীপাকের নাম শ্রবণ করে সর্ব প্রথম হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু চোখে চুমা দিয়েছিলেন। (আল মাকাসেদুল হাসানা ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

তাফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণিত হয়েছে যে,

আজানে মোয়াজ্জেন যখন প্রথমবার নবীপাকের নাম উচ্চারণ করবে তখন সাল্লাল্লাহু আলায়কা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে চোখে চুমা দিবে। আর যখন দ্বিতীয়বার শ্রবণ করবে তখন কুররাতু আয়নীবেকা ইয়া রাসুলাল্লাহ বলে চোখে চুমা দিবে এবং তারপর বলবে আল্লাহুম্মা মাত্তিয়নী বিস্সামায়ে ওয়াল বাসার।

চুমা দেওয়ার নিয়ম ঃ-বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় মুখে লাগিয়ে চোখে বুলিয়ে নিবে। কোন আওয়াজ যেন বের না হয়।

মিলাদ শরীফ

নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর জীবন-চরিত্র আলোচনা বা বর্ণনা করাকে মিলাদ শরীফ বলে। মিলাদ শরীফের সভার ব্যবস্থা করা, তাঁর আগমনের খুশিতে জৌলুষ মিছিল বের করা, খুশি প্রকাশ করা, সভার শেষে মিষ্টি দ্রব্য বন্টন করা জায়েজ, মুস্তাহাব, মুস্তাহাসান। ইহাতে আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভ হয়।

মিলাদ শরীফ পবিত্র কোরআন, হাদীস ও উলামাগণের উক্তি হতে প্রমাণিত।

তিরমিজি শরীফ ২য় খন্ড ২০২ পৃষ্ঠা, "বাবু মিলাদিন্নাবী" অধ্যায়ে মিলাদের হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে।

কিয়াম করা

মিলাদে কিয়াম জায়েজ, মুস্তাহাব ও মুস্তাহাসান। ইহা কোরআন ও হাদীসের সুত্র হতে প্রমাণিত।

কিয়াম তিন প্রকার ঃ-কিয়ামে মুসাররত, কিয়ামে মহব্বত, কিয়ামে আজমত।

এই তিন প্রকারেরই কিয়াম হাদীস এবং সাহাবাগণের কর্ম হতে প্রমাণিত।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

বোখারী শরীফ ২য় খন্ড ৯২৬ পৃষ্ঠা,
মুসলীম শরীফ ১ম খড ৯৫ পৃষ্ঠা, মেশকাত শরীফ ৪০৩ পৃষ্ঠায়
বর্ণিত হাদীস হতে কিয়াম করা প্রমাণিত।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে "সাল্লিমু তাসলিমা" অর্থাৎ আদব সহকারে সালাম পড়ো। আরও বর্ণিত হয়েছে "ওয়া তুয়াজ্জিরুহু ওয়া তুয়াক্কিরুহু" (সূরা ফাতাহ) অর্থাৎ রাসুলের সম্মান বা তাজিম করো। এখানে নবীপাকের তাজিম বা সম্মান করতে বলা হয়েছে, সালাম পড়তে বলা হয়েছে নবীপাককে দর্শন করা কোন শর্ত নয়। দেখা, না দেখা সর্ব অবস্থায় সম্মান করার কথা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দাঁড়িয়ে ইয়া নবী সালাম আলায়কা, ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা, ইয়া হাবিব সালাম আলায়কা স্বালাওয়াতুল্লাহি আলায়কা পড়া জায়েজ।

দেওবন্দীদের পীর হাজি ইমদাদুল্লাহ মহাজিরে মাক্কী ফায়সালায়ে হাপ্ত মসলার ৮ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন- এ ফকিরের নিয়ম হলো যে আমি মৌলুদ শরীফের সভাতে অংশ গ্রহণ করি, তাকে বরকতময় মনে করে প্রত্যেক বৎসর ব্যবস্থা করি এবং কিয়ামে লুত্‌ফ ও লজ্জত অর্থাৎ আল্লাহর করুনা অর্জন করি এবং তৃপ্তি লাভ করি।

উম্মী নবী

"উম্মী" নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের একটি গুনবাচক নাম। কোরআন শরীফের ৯ পারা সূরা আরাফ ১৫৭ আয়াত-" আল্লাজিনা ইয়াত্তাবেউনার রাসুলান নাবিয়াল উম্মীয়া.................................."
"অর্থাৎ ঐ সব লোক যারা দাসত্ব করবে এ রসুল, পড়া বিহীন অদৃশ্যের সংবাদদাতার.."

আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা আলায়হির রহমা কোরআন শরীফের অনুবাদ কানজুল ঈমান এ উম্মী শব্দের অনুবাদ "বে পড়হে" পড়া বিহীন করেছে। এই অনুবাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর
বর্ণনা মোতাবেক হয়েছে। উম্মী হওয়া তাঁর মোজেজা সমূহের মধ্যে অন্যতম।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

দুনিয়ার মধ্যে কারো নিকট তিনি পড়েন নাই কিন্তু তিনি ঐ কেতাব নিয়ে এসেছেন যার মধ্যে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অদৃশ্য বিষয়াদীর জ্ঞান রয়েছে। (খাজিন) উম্মী অথচ বিশ্বের সমস্ত বিষয়ের তিনি জ্ঞানী।

তফসীরে নুরুল ইরফানে বলা হয়েছে যে, তিনি নবীয়ে উম্মী অর্থাৎ মাতৃগর্ভ থেকেই জ্ঞান সম্পন্ন নবী। তফসীরে জিয়াউল কোরআন ২য় খন্ড ৯০-৯১ পৃষ্ঠায় চীপ জাষ্টিস পীর মহম্মদ করম শাহ আজহারী বর্ণনা করেছেন হুজুরকে উম্মী বলার একাধিক কারণ উলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন। ১) মানসুব ইলাল উম্ম অর্থাৎ মায়ের দিকে সম্পর্ক করে উম্মী বলা হয়েছে। যেমন নব বাচ্চা ভূমিষ্ট হয় সে লেখাপড়া জানে না এরকমই হুজুর কোন উসতাদের নিকট লেখাপড়া শিখেন নাই অথচ তাঁর পবিত্র হৃদয় প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য জ্ঞানে পরিপূর্ণ, ইহা তাঁর বিরাট মোজেজা।

কেউ বলেছেন যে, উম্মুল কোরআ অর্থাৎ মক্কার দিকে সম্পর্ক হওয়ার কারণে তাঁকে উম্মী বলা হয়েছে এককথায় মক্কার অধিবাসী।

আবার কেউ বলেছেন, তাঁর উম্মাতের দিকে নেসাবাত করা হয়েছে। অর্থাৎ সাহেবে উম্মত।

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ আলায়হির রহমা শানে হাবিবুর রহমানে উক্ত আয়াতের ব্যখ্যায় বলেন-উম্মী শব্দের অর্থ বে-পড়হে অর্থাৎ মায়ের পেট হতে জ্ঞানী হয়ে এসেছেন দুনিয়ায় কারো নিকট শিখেন নাই। আর একটি অর্থ উম্মী অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর মূল বা আসল। আল্লাহ তায়ালা যাবতীয় জ্ঞান নবীপাককে দিয়েছেন, সর্বপ্রথম পৃথিবীর মূল করে সৃষ্টি করেছেন। নবীকে নিরক্ষর বলা বা উম্মী শব্দের অর্থ নিরক্ষর বা অক্ষর হীন বলা নবীর জন্য প্রযোজ্য নয়। কেননা নিরক্ষর হওয়া একটি ত্রুটি বা দোষনীয় বিষয় আর নবীপাক সমস্ত ত্রুটি হতে পাক ও পবিত্র।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

আওলিয়া গণের মাজারে চাঁদর দেওয়া, ফুল দেওয়া, শবে-বরাত পালন করা, হালুয়া রুটি তৈরী করা, মহরমে ইমাম হোসাইনের আলোচনা করা, তাঁর নামে দান করা, খিচুড়ী রান্না করা, বিতরণ করা, মোনাজাতের শেষে বে-হাক্কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলা, জালসা মিলাদে সমবেত ভাবে দরুদ ও সালাম পড়া প্রভৃতি জায়েজ। ইহা শরীয়তের দলিল হতে প্রমাণিত।

উল্লিখিত বিষয় সমূহ আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের আকিদাবলী। এই আকিদাবলী বোর্জগানে দ্বীন খাজা গরীব নাওয়াজ, ইমামে রব্বানী, আল্লামা মহাদ্দীস হক দেহলবী, আলা হযরত ও অন্যান্য ফকিহ এবং মহাদ্দীস ও আওলিয়াগণেরই আকিদা।

ইহাকে বর্তমান সময় মাসলাকে আলা হযরত বলা হয়।

এই আকিদাবলীর বিরোধীতা কারীগণ সুন্নী মুসলমান নয়। তারা ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী, মাওদুদী। ইহাদের নিকট হতে সাবধান।

জালসা ও মিলাদে যে দরুদ পাঠ করা হয় তা নিম্নে দেওয়া হইল

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى

اٰلِ سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ۔

আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা ছাইয়েদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ,
ওয়া আলা আলি ছাইয়েদিনা মাওলানা মুহাম্মদ

এই দরুদের শেষে হরদম জাবা সে নিকালো পাক নামে মুহাম্মাদ, হরদম জাবা সে নিকালো শাফিয়ানা মুহাম্মাদ পড়া জায়েজ।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

নবীপাকের উপরে দাঁড়িয়ে আদব সহকারে সালাম পড়া মুস্তাহাব

ইয়া নবী সালাম আলায়কা, ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা, ইয়া হাবিব সালাম আলায়কা, সালাওয়া তুল্লাহি আলায়কা।

ত্বালাআল বাদরু আলাইনা, মিন সানিয়াতিল বিদায়ী,
ওয়াজাবাশ শুকরু আলাইনা, মাদায়া লিল্লাহিদায়ী।
ইয়া নবী সালাম .... আলায়কা।

আশরাকাল বাদরু আলাইনা, ওয়াখতাফাত মিনহুল বুদূরী,
মিসলা হুসনিকা মা রাআইনা, কাত্তু ইয়া ওয়াজহাস সুরুরী।
ইয়া নবী সালাম .... আলায়কা।

আনতা শামসুন আনতা বাদরুন, আনতা নুরুন ফাওকা নুরী,
আনতা ইকসিরু ওয়া গালি, আনতা মিসবাহুস সুদূরী।
ইয়া নবী সালাম .... আলায়কা।

তোমারই নুরের আলোকে, জাগরণ এলো ভুলোকে,
গাহিয়া উঠলো বুলবুল, ফুটলো কুসুম পুলকে।
ইয়া নবী সালাম .... আলায়কা।

আরবের বুকে মক্কা নগরে, যেথায় মা আমিনার ঘর,
খোদার করুনা, কাওসার হয়ে ঝরছে সেথায় বারংবার।
ইয়া নবী সালাম .... আলায়কা।

YaNabi.in
Largest Sunni Bangla Site

YaNabi.in

Largest Sunni Bangla Site

+919093399730